যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বরিশাল ও যশোর বোর্ডের এসএসসির ঘোষিত ফলাফলে মারাত্মক ত্রুটি

ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার সংশোধন

বরিশাল ব্যুরো

বরিশাল ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাপক ত্রুটি ধরা পড়েছে। পাস করা শিক্ষার্থীদের ফেল দেখানোর পাশাপাশি গ্রেড পয়েন্টের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে মারাত্মক নানা ভুল। বিষয়টি ধরা পড়ার পর বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় ফলাফল। টানা ৭ ঘণ্টা ধরে সংশোধনের পর বিকাল ৫টা নাগাদ আবার তা ওয়েবসাইটে দেয়া হয়। সংশোধিত ফলাফলে ১১টি 'এ+', ৭২৯টি 'এ' এবং ৮২২টি 'এ-' বৃদ্ধি পেয়েছে। তাড়াহুড়ো করে মাত্র ২

ত্রুটি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ত্রুটি : ফলাফলে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে বলে স্বীকার করেছে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন উদয়ন স্কুলের পরীক্ষার্থী সাহাবুদ্দিন (রোল-১০৩১৯৪) মঙ্গলবার বিকালে স্কুলে গিয়ে ফলাফল শিট দেখে জিপিএ ৪ দশমিক ৭৫ পেয়েছে বলে নিশ্চিত হয়। রাতে ইন্টারনেট থেকেও একই ফলাফল পায় সে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে ইন্টারনেট থেকে মার্কশিট নিয়ে সে দেখতে পায়, চতুর্থ বিষয়সহ ৬টিতে জিপি ৫, একটিতে জিপি ৪ এবং ২টিতে জিপি ৩ দশমিক ৫ পেয়েছে। এতে তার ফলাফল দাঁড়ায় জিপিএ ৪ দশমিক ৮৮। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় শিক্ষা বোর্ডে। এসময় সেখানে এরকম ভুলের শিকার আরও অনেক ছাত্র ও অভিভাবক অপেক্ষা করছিল। বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ মনিরুজ্জামান ফারুক দ্রুত বিষয়টি ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টারকে অবহিত করেন। এদিকে বাড়তে থাকে উদ্বিগ্ন ছাত্র-অভিভাবকদের ভিড়। একইভাবে যশোর বোর্ডেও একাধিক ভুলের সংবাদ পাওয়া যায়। এমনকি সেখানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রকে জিপিএ-৪ দেখানোর ঘটনাও ঘটে। এক পর্যায়ে বেলা ১১টায় ওয়েবসাইট থেকে বরিশাল ও যশোর বোর্ডের ফলাফল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। টানা ৭ ঘণ্টা ধরে সংশোধনের পর বিকাল ৫টায় আবার তা দেয়া হয় ওয়েবসাইটে।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, সংশোধিত ফলাফলে ৬৪১টির স্থলে ৬৫২টি 'এ+', ৩৩১০টির স্থলে ৪০৩৯ টি 'এ', ৩৫৩৭টির স্থলে ৪৩৫৯টি 'এ-', ৫৮৫৮টির স্থলে ৫৭৮৪টি 'বি', ১১২০৬টির স্থলে ৯৮২৫টি 'সি' এবং ১৩৬৮টির স্থলে ১২৬১টি 'ডি' হয়েছে। সাহাবুদ্দিন জানান, বিকালে তার ফলাফল ৪ দশমিক ৮৮ পাওয়া গেছে। দ্রুত ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে স্বীকার করেছেন শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তারা। এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নম্বরপত্র আসার পর ভুলের এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা।